তারিখ ... 27 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৬ ...

দৈনিক
আমাদের সময়

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে ব্যয় নিয়ে প্রশ্ন পরিকল্পনা কমিশনের

আব্দুল্লাহ কাফি ●

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের সব উপজেলার জরাজীর্ণ নতুন জাতীয়করণ করা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চাহিদাভিত্তিক অবকাঠামোর উন্নয়ন করবে সরকার। চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণ করা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কাজ করবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রাথমিকভাবে ব্যয় ধরা হয়েছে ৬ হাজার ৩৯৯ কোটি ৮৬ লাখ টাকা। প্রকল্প ব্যয়ের পুরোটাই সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে মেটানো হবে। পরিকল্পনা কমিশন সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

৬ হাজার ৪শ কোটি টাকার প্রকল্প

এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে পরিকল্পনা কমিশন। একই সঙ্গে এ প্রকল্পের জন্য যানবাহন ব্যবহারে যে ব্যয় ধরা হয়েছে তাও অতিরিক্ত দেখানো হয়েছে বলেও মূল্যায়ন করে কমিশন। মূল্যায়নে বলা হয়, প্রকল্পের ব্যয় অত্যধিক। এ ছাড়া অন্য প্রকল্পের মাধ্যমে যেসব ভবন সংস্কার করা হয়েছে তাও এ প্রকল্পের মধ্যে দেখানো হয়েছে বলেও মত দেয় কমিশন।

সূত্র জানায়, প্রকল্পটির প্রাথমিক যাচাই-বাছাইয়ের পর জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় উত্থাপন করা হবে। একনেক চূড়ান্ত অনুমোদন দিলে চলতি বছর কাজ শুরু হয়ে আগামী ২০২১ সালের জুন নাগাদ প্রকল্পের কাজ শেষ হবে বলে জানা গেছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সূত্র জানায়, চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রকল্পটি বরাদ্দবিহীনভাবে অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে।

জরাজীর্ণ নতুন জাতীয়করণ করা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চাহিদাভিত্তিক অবকাঠামোর উন্নয়ন, শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষ অনুপাত যৌক্তিকীকরণ, নতুন জাতীয়করণ করা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা দেওয়া, নতুন জাতীয়করণ করা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ, শিক্ষায় সামাজিক বৈষম্য কমিয়ে আনা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা পরিবেশের উন্নয়ন ও প্রাক-প্রাথমিক থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত শিশুবান্ধব শিক্ষা নিশ্চিত করাই এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য বলে জানায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

মন্ত্রণালয় বলছে, বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি বিদ্যালয় মিলিয়ে ৮১ হাজারটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ দশমিক ৯৫ কোটি প্রাথমিক শিক্ষার্থী রয়েছে। সম্প্রতি সরকার বিদ্যমান ২৬ হাজার ২০০টি রেজিস্টার্ড ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে শিক্ষকসহ জাতীয়করণ করেছে। ফলে বর্তমানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৭ হাজার ৬৭২ থেকে বেড়ে ৬৩ হাজার ৮৭২টিতে উন্নীত হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের এ নীতিগত সিদ্ধান্তের অন্যতম উদ্দেশ্য সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্যসহ এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, শতভাগ ভর্তি নিশ্চিতকরণ, ঝরে পড়ার হার কমানো, উপস্থিতির হার বৃদ্ধিসহ গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা।

প্রাথমিক শিক্ষা পাঠদানে নিয়োজিত ৮১ হাজারটি বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৯৭৩ সালে জাতীয়করণ করা বিদ্যালয়গুলো ছাড়া অবশিষ্ট বিদ্যালয়গুলোর অধিকাংশই টিনশেড বা সেমি পাকা ভবনে স্থাপিত। গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পিইডিপি-১ ও ২, রেজিস্টার্ড সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প এবং এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৭

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে ব্যয়

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার প্রকল্প। চলমান প্রকল্পগুলোর মধ্যে পিইডিপি-৩, প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন এবং প্রকল্প (আইডিবি) অন্যতম। এসব প্রকল্প বাংলাদেশ সরকারের অনুদানসহ বৈদেশিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার আর্থিক সাহায্যে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

এসব প্রকল্পের মাধ্যমে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাত্র ৩০ শতাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে। পিইডিপি-৩ এর আওতায় একজন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে অবকাঠামো বিষয়ে একটি স্টাডি করানো হয়। পরবর্তীকালে এই প্রথমবারের মতো পিইডিপি-৩ এর আওতায় বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ে একটি গাইডলাইন প্রস্তুত করা হয়, যা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে অনুমোদিত হয়েছে। ওই গাইডলাইনে একটি বিদ্যালয় কখন জরাজীর্ণ হিসেবে গণ্য করতে হবে, কতটি শ্রেণিকক্ষ থাকবে ইত্যাদি সব সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দিকনির্দেশনা রয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি ওই গাইডলাইনের আওতায় প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় আরও একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছে বিদ্যালয়ের তালিকা প্রণয়নের কাজ লাইভ লিস্ট সফটঅ্যারের মাধ্যমে অটোমেশন করা। এর ফলে যেসব বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হবে তার তথ্য এখন অনলাইনে দেখা সম্ভব। এদিকে পরিকল্পনা কমিশনের শিক্ষা উইং বলছে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ যাচাই-বাছাই কমিটি এবং অর্থ বিভাগের জনবল নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিটিতে যেভাবে প্রকল্প উপস্থাপিত হয়েছে এবং অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে তার সঙ্গে পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনে যেভাবে প্রকল্প পাঠানো হয়েছে তার মধ্যে বড় ধরনের পার্থক্য রয়েছে।

এ ছাড়া প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ যাচাই-বাছাই কমিটির সুপারিশ মোতাবেক প্রকল্প স্থান তথা বিদ্যালয় নির্বাচন না করে সব বিদ্যালয়ের তালিকা পাঠানো হয়েছে যা পরিকল্পনা শৃঙ্খলার পরিপন্থী।